ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ৪৯
জানুয়ারি-মার্চ : ২০১৭

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি বৃদ্ধির গতি-প্রকৃতি: ইসলামের দৃষ্টিতে উত্তরণের উপায় অন্বেষণ

The Rise of Drug Addiction in Bangladesh: Searching of Ways to Minimize this Problem in the Context of Islam

Jahirul Islam*

ABSTRACT

Although once drugs were once used for medicinal use for enjoyment and generating happy feelings, or as the erroneous recreation method to create tranquility, in the passage of time, it has emerged as a serious social problem and threat to mankind. This is why Islam, the safeguard for humanity, complete with codified laws, has announced the usage of drugs as 'haram' (forbidden), along with the rules for punishment to protect human conscience for the purpose of establishing a healthy and vigorous body, and an intellectual and creative society. Though various contemporary laws have been promulgated and are in effect, it has not been in control as per expectation. To control this crime, an integrated and harmonized system of both conventional and Islamic law is needed. This article has aimed to define Islamic perspective of drugs, and employs descriptive and explanatory methods in conducting this research. The article has showed that so called modernism and fashion, the effects of fundamentalism, lack of true religious practices, and laxity in religious observations are pushing the young generation to drug addiction at an alarming rate. In fact, in the present context, if the gradual increase in the number of drug addicts continues, soon our dear Bangladesh will turn into a backward and paralyzed nation.

Keywords: drug; yaba; bangladesh; al-qura'n; religious values.

---

* Jahirul Islam is a Lecturer of Islamic History & Culture in Cantonment College, Comilla, Bangladesh, email: jahirulchandpur@gmail.com

সারসংক্ষেপ

মাদকদ্রব্য এক সময় চিকিৎসা ক্ষেত্রে কিংবা আনন্দ-উল্লাস ও খোশ মেজাজে থাকার অনুভূতি এবং প্রশান্তি সৃষ্টির ভ্রান্ত বিনোদন হিসেবে ব্যবহৃত হলেও কালের চক্রে তা এখন মানব জাতির জন্য হুমকি এবং ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ কারণেই মানবতার রক্ষাকবচ ইসলাম মানুষের বিবেধ-বুদ্ধিকে হিফাজতের জন্য সুস্থ ও সবল দেহ, মেধা ও মননশীল সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার চিরতরে হারাম ঘোষণা করে শাস্তির বিধান রেখে বিধিবদ্ধ আইন প্রণয়ন করেছে। প্রচলিত নানা আইন দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় এর প্রতিরোধ সম্ভব হচ্ছে না। এ অপরাধের লাগাম টেনে ধরার জন্য প্রচলিত ও ইসলামী আইনের আলোকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থার প্রয়োজন। মাদকের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনার উদ্দেশ্যেই আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রণীত হয়েছে। এ গবেষণায় বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়েছে, তথাকথিত আধুনিকতা ও ফ্যাশনের নামে কিংবা ধর্মান্ধতার কুফলের দোহাই দিয়ে প্রকৃত ধর্মচর্চা তথা ধর্মীয় অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অবচেতন হওয়ার কারণেই আমাদের তরুণ প্রজন্ম আশঙ্কাজনক হারে মাদকাসক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। দেশে মাদকাসক্তি ক্রমবিস্তারের বিদ্যমান পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে অচিরেই আমরা একটি পশ্চাৎপদ ও পঙ্গু জাতিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

মূলশব্দ: মাদক; ইয়াবা; বাংলাদেশ; আল-কুরআন; ধর্মীয় মূল্যবোধ।

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে যে সব সমস্যা মানুষকে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করেছে তন্মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে এটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতকাল সামাজিক সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তির অভ্যুদয় পাশ্চাত্য সমাজে হলেও এখন তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। মাদকের ভয়াল থাবায় আজ বিশ্বব্যাপী মানব সভ্যতা হুমকির মুখে। এর সর্বনাশা মরণ ছোবলে জাতি আজ অকালে ধ্বংস হচ্ছে, ভেঙ্গে পড়ছে পরিবার, বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এর সাথে যোগ হচ্ছে মানবতা বিধ্বংসী অসংখ্য অপরাধ। মাদকাসক্তির কারণে সকল জনপদেই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও খুন-খারাবী বেড়ে গিয়ে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সমাজের অধিকাংশ অপরাধের জন্য দায়ী এই মাদকতা। এককথায় বলতে গেলে বর্তমানে আমরা এক ক্ষতিষ্ণু সমাজের বাসিন্দা। যার শিকার দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ কাণ্ডারি যুবসমাজ। আগামীতে যারা দেশের নেতৃত্ব দেবে সেই তরুণদের একটি বড় অংশ মাদকাসক্ত। বাংলাদেশের শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সর্বত্রই তরুণ যুব সমাজের মধ্যে সম্প্রতি ইয়াবা (ক্রেজি ড্রাগ) আসক্তির যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা সমগ্র জাতির জন্য এক ভয়াবহ অশনি সংকেত। ইয়াবা কেবল আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ক্রমশ মানসিক ভারসাম্যহীন করে তাদের ইচ্ছাশক্তি, কল্পনাশক্তি, মেধাশক্তি, দৈহিক-মানসিক শক্তি তথা প্রাণশক্তিকেই ধবংস করছে না, বরং সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে

অপসংস্কৃতি ও অপরাধের বিস্তার ঘটাচ্ছে। ভয়ঙ্কর তথ্য হলো, মাদক সেবন ও মাদক বাণিজ্যে পুরুষের পাশাপাশি বহু নারীও জড়িত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রী ছাড়াও অনেক গৃহিণীও মাদকের বিষে আক্রান্ত– যা আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য মারাত্মক হুমকি। মাদকাসক্তিজনিত সমস্যার কারণে বাংলাদেশ আজ এক মারাত্মক ও ভয়াবহ সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে।

মাদকাসক্তি কী?

মাদক + আসক্তি = মাদকাসক্তি। আসক্তি শব্দের অর্থ- গভীর অনুরাগ, লিপ্সা, কোন কিছু পাওয়ার দুর্দমনীয় প্রত্যাশা। মাদকাসক্তি অর্থ হলো, নেশা সৃষ্টিকারী দ্রব্যের প্রতি গভীর অনুরাগ বা পাওয়ার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা। অন্য কথায় বলা যায়, যা পাবার জন্য মন- প্রাণ অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে যায় তা-ই হলো মাদকাসক্তি। মাদক দ্রব্যের প্রতি যার প্রবল আসক্তি রয়েছে তাকে বলা হয় মাদকাসক্ত (Amin and Khan 2001, 63)।

সাধারণত বিভিন্ন মাদক দ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা নির্ভরতাই হচ্ছে মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি এমন একটি অবস্থা, যাতে ব্যবহৃত দ্রব্যের প্রতি ব্যবহারকারীর শারীরিক ও মানসিক নির্ভরশীলতা জন্ম নেয়, এর প্রতি আকর্ষণ ও ব্যবহৃত মাত্রার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং যা ব্যবহারের অভাবে আবেগ ও চিন্তার প্রক্রিয়াকে পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির আচরণে সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। যে কোন ধরনের নেশা বা আসক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, আসক্তি হচ্ছে নিউরোট্রান্সমিশনের (Neurotransmission) স্ব-আবেশিত এমন এক পরিবর্তন, যা সমস্যা সৃষ্টিকারী আচরণের জন্ম দেয় (Haque 1989, 200)।

সার্বিকভাবে বলা যায় যে, মাদকাসক্তি হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা, যার ফলে রোগী ড্রাগের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। একবার ড্রাগ ব্যবহারে ভালো লাগার আমেজের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় পুনরায় ব্যবহারের ইচ্ছা। এভাবে পুন:পুন ড্রাগ ব্যবহারের ফলে ড্রাগের প্রতি সহনশীলতা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ফলে ব্যবহারকারীকে ড্রাগের মাত্রা বাড়াতে হয়। এভাবে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যে, ড্রাগ ব্যবহার না করলে শরীরে প্রত্যাখ্যানজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় তাকে আবার টেনে নিয়ে যায় ড্রাগের দিকে। ফলে আসক্ত ব্যক্তি একমাত্র ড্রাগ ব্যবহারের চিন্তা-ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। জীবনের বাকি সব চাহিদা, দায়িত্ব ও গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। ড্রাগ ব্যবহারের প্রাথমিক অবস্থায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলেও পরবর্তীতে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় আরও ড্রাগ সংগ্রহ ও ব্যবহার। এভাবেই তার পরিণতি হয় মারাত্মক শারীরিক ও মানসিক জটিলতা, যার পরিণাম মৃত্যু (Sarker 1999, 206-207)।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির সাম্প্রতিক পরিস্থিতি

বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মাদক ব্যবহারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মাদক উৎপাদনকারী আন্তর্জাতিক বলয় 'গোল্ডেন ক্রিসেন্ট'- পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান; দক্ষিণ- পূর্বে অবস্থিত 'গোল্ডেনট্রায়াংগেল'– থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও লাওস যেখানে আফিম (পপি গাছ) উৎপাদিত হয়। এই বৃহৎ দুই মাদক বলয়ের কারণে মাদক ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশকে ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া বাংলাদেশের তিনদিক দিয়ে ভারতের সাথে প্রায় ৪১০০ কি. মি. এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মিয়ানমারের সাথে প্রায় ২৭১ কি. মি. দীর্ঘ স্থল সীমান্ত আরও একটি ভৌগোলিক নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। ফলে ইদানীংকালে এ দু দেশ থেকে অবৈধ পথে এদেশে মাদকের ছড়াছড়ি এতই বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই যখন ইচ্ছা তখন হাত বাড়ালেই মাদক খুব সহজে পাওয়া সম্ভব। মদ, গাঁজা, হেরোইন, বিয়ার, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ যেকোন ধরনের মাদক আজ হাতের নাগালে। যে কেউ খুব সহজে বিনা বাধায় মাদক কিনতে পারছে। অর্থাৎ বাংলাদেশে মাদকের বিস্তার ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। দেশে বর্তমানে মোট মাদকাসক্তের সংখ্যা কত সে ব্যাপারে কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য না থাকলেও মাদক আক্রান্তের সংখ্যা কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যেতে বসেছে। জাতিসংঘের এক জরিপ অনুযায়ী ২০০৯ সালে বাংলাদেশে মোট মাদকাসক্তের সংখ্যা ছিল ৬৫ লাখ, তন্মধ্যে দেড় লাখ ছিল নারী যাদের অধিকাংশই যুবতী। বর্তমানে মাদকাসক্তের সংখ্যা প্রায় ৭০ লাখ, তন্মধ্যে প্রায় ৮০% পুরুষ এবং ২০% নারী। এদের বয়স ১৮-৩০ বছর। প্রায় ৬৫% মাদকাসক্ত অবিবাহিত এবং ৫৬% বেকার বা শিক্ষার্থী। এরা প্রতিদিন মাদকদ্রব্য কিনতে প্রায় ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে। সে হিসাবে বছরে দেশে প্রায় ২৫,৫০০ কোটি টাকা সর্বনাশা মাদক বা নেশাদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়। যার সাথে জড়িয়ে পড়েছে এক লাখের মতো মানুষ। গত ১০ বছরে মাদক সংক্রান্ত মামলার বৃদ্ধি জ্যামিতিক হারকেও হার মানিয়েছে। গত ১০ বছরে মাদক সংক্রান্ত মামলা বেড়েছে ৪ গুণ। বাংলাদেশের মাদক পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ রূপ লাভ করেছে তা সাম্প্রতিক কয়েক বছরের পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয়।

সারণি–১: আটককৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ (২০০৭-২০১৪)

মাদকদ্রব্য	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪
পপি গাছ	৬০০৩৮টি	–	১৪৫০২১০টি	–	–	–	–	৩৮৯
আফিম (কেজি)	০১.৬৫০	–	–	১১.৬৯	৮.০৭০	৪.৮৪	১১.৬২	৪৫৫৯
হেরোইন (কেজি)	৮৭.০৩৯	১৪৬.৫৯৩	১৫৯.৭৮৩	১৮৮.১৮৬	১০৭.৪৯৯	১২৪.৯৯	১২৩.৭৩	০৯৫১
কোডেইন প্রিপারেশন (বোতল)	৩৮০৬২৫	৯০৪৩৮৪	১১১৭৩৫৪	৯৬১২৬০	৯৩২৮৭৪	১২৯১০৭৮	৯৮৭৬৬১	৩২,৯৯০
কেডেইন (লিটার)	৬৫২৬.২৫২	২৬২০.৪৩৮	২৯৫৫.৩০০	৪১১৯.১৮৫	৩২২৭.৬০০	২৬১৩	৮৫৭.৫৫	–
কেনাবিস (কেজি)	১৩৫৫০.০২৮	২৪২৮২.৩৯৫	৩২৯৫৫.৫৮১	৪৮৭৪৯.৩৫৭	৫৪২৪৪.১৬৮	৩৮৭০২	৩৫০১২.৫৪	–
কেনাবিস (প্লান্ট)	২৬৩৮০	২৮৩৪	৭৯১	১৭৬০	৭৪২	৪৮৫	৬৬৬	–
বুপরেনরপিন (অ্যাম্পুল)	৫৩৩১	৪৫৯২১	৮৯৪৬৯	৬৯১৫৮	১১৮৮৯০	১৫৭৯৯৫	৯৯৫০৯	৯৩০১
ইয়াবা (পিস)	১৪৪৭৫১	৩৬৫৪৩	১২৯৬৪৪	৮১২৭১৬	১৩০১৮৬	১৯৫১৩৯২	২৮২১৫২৮	৬৭৬১৪৩
মোট মামলা	১৬৯৮৭	১৯০৯১	২৭৪৪১	২৯৬৬২	৩৭২৪৫	৪৩৭১৭	৪০২৫০	৫১৮০১
মোট অভিযুক্ত	২২০০০	২৫০৪২	৩৪৩১৫	৩৭৫০৮	৪৭৩০৯	৫৪১০০	৪৭৫৩১	৬২০৮০

Source: *Annual Drug Report of Bangladesh 2011, 2013, 2014*

১নং সারণিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, উল্লিখিত ৮ বছরে মাদক আটকের ঘটনা, মোট মামলা এবং মোট অভিযুক্তের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি- ২: সরকারি হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসা নেয়া মাদকাসক্তের পরিসংখ্যান

বছর	রোগীর সংখ্যা						
	অভ্যন্তরীণ বিভাগ		বহির্বিভাগ				
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট রোগী	নতুন	পুরাতন
১৯৯০	৪৬৫	০	৫৯৬৪	০	৬৪২৯	১১৩৭	৫২৯২
১৯৯১	৬৬৮		৫৫৮৭		৬৫৮৫	১০১৫	৫৫৭০
১৯৯২	১০২৯		৪৯৯৭		৬০২৬	৬৬৫	৫৩৬১
১৯৯৩	১১৯৪		৫৫১২		৬৭০৬	৯০৭	৫৭৯৯
১৯৯৪	১২১৮		৬০৮৭		৭৩০৫	১০৬৪	৬২৪১
১৯৯৫	১৩৭৯		৬৬১৮		৭৯৯৭	১১১০	৬৮৮৭
১৯৯৬	১৬১৩		৮১৩০		৯৭৪৩	১৬৯৫	৮০৪৮
১৯৯৭	২৩১৮		৮৯০৭		১১২২৫	২৩১৫	৮৯১০
১৯৯৮	২৪৬২	১	৯১৮৬	২	১১৬৫১	২২৭২	৯৩৭৯
১৯৯৯	২৬৬৮		৮৩৬৫	৩	১১০৩৬	১৮১৮	৯২১৮
২০০০	২৬৯২		৯২২৮	৫	১১৯২৫	২২১৩	৯৭১২
২০০১	৩৪১০	৪	২০৬৪৩	২৫	২৪০৮২	১৯৫১	২২১৩১
২০০২	৩৭৯৪	৯	১৮৮১৪	২০	২২৬৩৭	১৯২৭	২০৭১০
২০০৩	৩৬৩৫	৩	১৮৩৯৬	১৪	২২০৪৮	১৬৪৭	২০৪০১
২০০৪	৩৫৯৯	২৮	৯৪৮৬	১৯	১৩১৩২	৪৯৮৯	৭৪৯৮
২০০৫	২২৩১	১	৬৭৯২	২৫	৯০৮৯	৩৫৫৭	৫৪৮১
২০০৬	১৯৭৪	২	৪০৭৭	১০	৬০৬৩	৩১৪৩	২৯২০
২০০৭	২১৩৪	১২	২৭৩২	০	৪৮৭৮	২৩৯৫	২৪৮৩
২০০৮	১২৬৬	৬	২৫৮৯	৮	৩৮৬৯	১৯৬৪	১৯০৫
২০০৯	১৩৪৬	০	২৪৪৩	৪	৩৭৯৩	২০৭৩	১৭২০
২০১০	৭০৫	২	১৮২৭	২	২৫৩৬	১৬৬৭	৮৬৯
২০১১	৬৭৩	০	১৯১২	০	২৫৮৫	১৭০৯	৮৭৬
২০১২	৩৪৫৪	৪	৮৭৮৪	৬২	১২৩০৪	৬৩০৮	৫৯৯৬
২০১৩	৫২৮	০	২৬৮২	৮	৩১৭৮	১২৯৭	১৮৮১
২০১৪	-২৭৭৩	১	৭৫৬৬	২৪	১০৩৬৪	৪৯৬৮	৫৩৯৬

Source: *Daily Nayadiganta*, 2013, P.9

২নং সারণিতে দেখা যায়, নব্বইয়ের দশক থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত মাদকাসক্তের সংখ্যা পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে। শুধু তাই নয়, ১৯৯৮ সাল থেকে ইনডোর এবং আউটডোর উভয় বিভাগেই উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী মাদকাসক্তের হার মাদকাসক্তিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিশেষ করে ইয়াবা মাদকাসক্তি বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদেরও এই অন্ধকার পথে যাত্রা বেড়েছে। এটা শুধু সরকারি হিসাব। বেসরকারি হিসাব অবশ্যই এর চেয়ে অনেক বেশি হবে। কারণ সরকারি এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা কেন্দ্র বলে শুধু স্বল্প শিক্ষিত/অশিক্ষিত ও স্বল্প আয়ের পরিবারের লোকেরাই এখানে সাধারণত বেশি আসে। ২৬ জুন ২০১৩ প্রকাশিত বগুড়া অ্যান্ট্রি ড্রাগস্ সোসাইটি (ব্যাডস) এর জরিপ মতে, মাদকসেবীদের ৭৯ শতাংশই চিকিৎসা নিতে আগ্রহী নয়।

সারণি- ৩ : বয়সভিত্তিক মাদকাসক্তের পরিসংখ্যান

		রোগীর সংখ্যা ও শতকারা হার			
ক্রম	বয়সের শ্রেণি বিভাগ	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
১	১৫ বৎসর পর্যন্ত	১০(১.২৮%)	০৮(১.১%)	৩১(৪.৩১%)	১.২২%
২	১৬-২০ বৎসর পর্যন্ত	৬৩(৮.০৫%)	৭৫(৯.৪৭%)	৬১(৮.৪৮%)	১২.১৬%
৩	২১-২৫ বৎসর পর্যন্ত	১৫১(১৯.২৮%)	১৩৬(১৭.১৭%)	৯৯(১৩.৭৭%)	২১.৭৩%
৪	২৬-৩০ বৎসর পর্যন্ত	২৬৭(৩৪.১০%)	২৩৯(৩০.১৮%)	২২১(৩০.৪৫%)	২৭.৫%
৫	৩১-৩৫ বৎসর পর্যন্ত	১৩০(১৬.৬০%)	১৭৮(২২.৪৭%)	১৪১(১৯.৬১%)	১৬.৭২%
৬	৩৬-৪০ বৎসর পর্যন্ত	৯২(১১.৭৫%)	৮১(১০.২৩%)	১০৭(১৪.৮৮%)	১০.৭২%
৭	৪১-৪৫ বৎসর পর্যন্ত	৪৪(৫.৬২%)	৪২(৫.৩০%)	৪০(৫.৫৬%)	৫.৯৩%
৮	৪৬-৫০ বৎসর পর্যন্ত	১৬(২.০৪%)	২৪(৩.০৩%)	১৪(১.৯৫%)	৩.৫০%
৯	৫১ উর্ধ্ব	১০(১.১৮%)	৯(১.১৪%)	০৫(০.৭০%)	০.৯১%
	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭১৯(১০০%)	১০০%

Source : *Annual Drug Report of Bangladesh 2012 and 2013*, p.36 & 31.

২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে ৭৮৩, ৭৯৩ ও ৭১৯ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসার ভিত্তিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে দেখা যায়, ৩১-৪০ বছর বয়সের রোগীর সংখ্যা ২০১০, ২০১১ এবং ২০১২ সালে যথাক্রমে ২৮.৩৫%, ৩২.৭০% এবং ৩৪.৪৯%– যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারণি-৪ : শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে মাদকাসক্ত রোগীদের বিভাজন

ক্রম		২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
১	অশিক্ষিত	১৮৯(২৪.১৪%)	২০৯(২৬.৩৬%)	১৭১(২৩.৭৮%)	১৪.৭৪%
২	প্রাথমিক স্তর	১৪৬(১৮.৬৫%)	১৪৯(১৮.৭৯%)	১৪৮(২০.৫৮%)	২০.৬৭%
৩	মাধ্যমিক স্তর	৩১১(৩৯.৭২%)	৩১৯(৪০.২৩%)	২৮৯(৪০.২০%)	২৩.২৫%
৪	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	৬০(৭.৬৬%)	৬১(৭.৬৯%)	৫২(৭.২৩%)	৯.১২%
৫	স্নাতক স্তর	৪১(৫.২৪%)	৩১(৩.৯১%)	৩৮(৫.২৯%)	৭.২৯%
৬	স্নাতকোত্তর	৩৬(৪.৬০%)	২৪(৩.০৩%)	২১(২.৯২%)	৫.১৭%
	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭১৯(১০০%)	১০০%

Source : *Annual Drug Report of Bangladesh 2012 and 2013*, p.37 and 32.

মাদকসক্ত রোগীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় যে, ২০১০ সালে শিক্ষিত মাদকাসক্ত ছিল ৭৫.৮৬% এবং অশিক্ষিত ছিল ২৪.১৪%। ২০১১ সালে শিক্ষিত মাদকাসক্ত ছিল ৭৩.৬৪% এবং অশিক্ষিত ছিল ২৬.৩৬%। ২০১২ সালে শিক্ষিত মাদকাসক্ত ছিল ৭৬.২২% এবং অশিক্ষিত ছিল ২৩.৭৮%।

সারণি-৫ : নিজস্ব পেশার ভিত্তিতে মাদকাসক্ত রোগীদের পরিসংখ্যান

ক্রম	পেশা	রোগীর সংখ্যা			
		২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
১	বেকার	৩৯১(৪৯.৯৪%)	৩৫১(৪৪.২৬%)	৩৮৩(৫৩.২৭%)	৪৬.২২%
২	ব্যবসা	১২৮(১৬.৩৫%)	৯৬(১২.১১%)	৮০(১১.১৩%)	১২.৯২%
৩	চাকুরী	৬৩(৮.০৫%)	৬৪(৮.০৭%)	৫০(৬.৯৫%)	৯.৮৮%

৪	শ্রমিক	৭৮(৯.৯৬%)	৮৩(১০.৪৭%)	৬৯(৯.৬০%)	৭.৯০%
৫	গাড়ীচালক	২৮(৩.৫৮%)	৫৫(৬.৯৪%)	৩২(৪.৪৫%)	৬.৩৮%
৬	ছাত্র	৪৬(৫.৮৭%)	৩০(৩.৭৮%)	২৯(৪.০৩%)	৮.৯৭%
৭	কৃষি কাজ	৪(০.৫১%)	১০(১.২৬%)	০৭(০.৯৭%)	০.৬১%
৮	অন্যান্য	৪৫(৫.৭৫%)	১০৪(১৩.১১%)	৬৯(৯.৬০%)	৯.১২%
	মোট	৭৮৩(১০০%)	৭৯৩(১০০%)	৭১৯(১০০%)	১০০%

Source : *Annual Drug Report of Bangladesh 2013*, p.37

এখানে দেখা যায় যে, বেকারত্ব মাদকাসক্তির শীর্ষ কারণ এবং ২০১০- ২০১৩ সাল পর্যন্ত গড়ে ৪৮.৪২% মাদকাসক্ত বেকার। যদি ছাত্রদের এর সাথে যোগ করা হয় তাহলে বলা যায় যে, গত ৪ বছরে (২০১০-২০১৩) ৫৪.০৮% মাদকাসক্ত ব্যক্তি কোন কর্মের সাথে জড়িত ছিল না। উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলো মাদকাসক্তদের সামগ্রিক কোন চিত্র নয়, বরং খণ্ডিত চিত্র। এসব পরিসংখ্যান সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মাদকাসক্তির ভয়াবহতার ইঙ্গিতবাহী। তবে অঙ্ক আর সারণি থেকে কখনো বোঝা যায় না এর মানবিক বিপর্যয়ের দিকটা।

মাদক হিসেবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত উদ্বেগের প্রধান কারণ ছিল ফেনসিডিল। এখন ইয়াবার ভয়ঙ্কর ব্যাপকতা হার মানিয়েছে ফেনসিডিলসহ অন্যান্য সব মাদককে। গত কয়েক বছর আগেও যে ইয়াবা অভিজাত নেশা হিসেবে পরিচিত ছিল, তা এখন রাজধানী থেকে শুরু করে গ্রাম পর্যায়েও ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ সচেতন মহল মাত্রই অবগত আছে যে, ইয়াবা একটি মারাত্মক ক্ষতিকর মাদক। এটি নিয়মিত গ্রহণ করলে মস্তিষ্ক কোষে ডোপামাইন কমে গিয়ে পারকিনসনস রোগ হতে পারে। ইয়াবা মস্তিষ্কের রক্তবাহী সূক্ষ্ম নালীগুলোকে ধ্বংস করে ব্রেইনস্ট্রোক ঘটাতে পারে। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (ইউ এন ও ডিসি) থেকে প্রকাশিত বিশ্ব মাদক প্রতিবেদন ২০১৩ এ ইয়াবা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয়েছে, ২০০৯ সালে বাংলাদেশে একলাখ ৩০ হাজার, ২০১০ সালে আট লাখ ১২ হাজার এবং ২০১১ সালে ১৪ লাখ ইয়াবা ট্যাবলেট ধরা পড়ে। তবে পুলিশ ও মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তারা বলছেন, যত পরিমাণ ইয়াবা ধরা পড়ে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি পরিমাণে দেশে ব্যবহার হচ্ছে (Mortuza, 2013)। মূলত টেকনাফের অরক্ষিত সীমান্ত ও বিস্তীর্ণ উপকূল দিয়ে মিয়ানমার থেকে ইয়াবা পাচার হয়ে বাংলাদেশে আসছে। টেকনাফ সীমান্তবর্তী মিয়ানমারের গ্রামগুলোতে শুধু বাংলাদেশে সরবরাহের জন্য গড়ে উঠেছে ইয়াবা তৈরির অনেক গোপন কারখানা। মাদকসংক্রান্ত সরকারের তিনটি সংস্থার প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সীমান্ত দিয়ে ঢোকার পর দেশের ভেতরে ইয়াবা বাজারজাত করার জন্য ৭০-৮০ জন মাদক চোরাচালানি রয়েছে। এসব ব্যক্তি মাদক চক্রের কাছে 'ডিলার' নামে পরিচিত। (Mortuza 2013)

অন্যদিকে ভারত থেকে কুমিল্লা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং বিশেষ করে আখাউড়া দিয়ে প্রবেশ করে ফেনসিডিল জাতীয় নেশাদ্রব্য, যা ব্যবহারকারীদের নিকট 'ডাইল' নামে পরিচিত। এসব সীমান্ত পথে প্রতিদিন গড়ে অন্তর দুই লাখ বোতল ফেনসিডিল দেশে ঢুকছে। অর্থাৎ বার্ষিক জাতীয় বাজেটের প্রায় এক-পঞ্চমাংশের সমান টাকা ধ্বংস হচ্ছে এ নেশার পেছনে (Chowdhury, 2013)। অথচ এ ফেনসিডিল তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতি না করলেও দীর্ঘমেয়াদে কিডনি বিকল এবং স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি লোপ পাওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আবার বেনাপোল সীমান্ত এবং রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্ত দিয়ে ভারত থেকে সারাদেশে হেরোইন পাচার হয়। ট্রাকে গরু ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে হেরোইনের চালান পৌঁছায় চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহর-নগর-বন্দরে। ফলে সর্বত্রই মাদক পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে চোরাই পথে আসা এই বিধ্বংসী মাদক প্রতিরোধে কোন জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। সারাদেশে মাদকদ্রব্যের খুচরা বিক্রেতা বা বাহক পর্যায়ে কিছু লোক ধরা পড়লেও সীমান্ত গলিয়ে আসা "মূলস্রোত" বন্ধের সকল পদক্ষেপই আর্যকর হয়ে পড়েছে।

রাজধানীসহ বড় বড় শহরে অনেকগুলো বস্তি মাদক কেনাবেচার আখড়া হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অনেক সময়। এর অন্যতম কারণ, ভাসমান ও ছিন্নমূল মানুষের সত্যিকার অর্থে কোন সমাজ নেই। তাদের একটি বড় অংশই মানবেতর জীবন যাপন করে। এ কারণে তাদের পারিবারিক বন্ধন ও সম্পর্কও থাকে ভঙ্গুর। অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তাদের কোন ভবিষ্যত নেই। সহযোগিতা দেয়ার নেই কেউ। এই অবস্থায় মাদক সেবন ও মাদক ব্যবসায়ের সঙ্গে বস্তিবাসী ও ছিন্নমূল মানুষের লিপ্ত হওয়াটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠেছে। মাদক পরিবহনের কাজে রাজধানীর বস্তিবাসী কিশোর ও টোকাইদের ব্যবহার করার খবরও প্রকাশিত হয়েছে। সেই খবরে প্রায় ৩ লাখ পথশিশু মাদকদ্রব্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকার মোট জনসংখ্যার ৩৭.৪% হলো বস্তিবাসী। অন্য এক পরিসংখ্যান মতে, ১৫ মিলিয়ন অধিবাসীর ৬ মিলিয়নই বস্তিবাসী। মাদকের অধিকাংশ আখড়াই সাধারণত জরাজীর্ণ বস্তিতে হয়ে থাকে (Annual Drug Report 2011, 34.) অপরদিকে Bangladesh Institute of Development Studies– এর রিপোর্ট মতে, বাংলাদেশে ৬ লাখ ৭৪ হাজার পথশিশু রয়েছে। আবার Bangladesh child Right forum ২০০৬ সালের এক জরিপ বলেছে, ২৮.৭% পথশিশুর পিতা মাদকাসক্ত, ৫.১% পথশিশুর মা মাদকাসক্ত এবং ১৪.৯% পথশিশুর ভাই মাদকাসক্ত। ৫০.২% পথশিশুই মাদকাসক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। (Annual Drug Report 2011, 33.)।

বাংলাদেশে মাদক ব্যবহার করে এমন আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ group হচ্ছে যৌনকর্মী ও হিজড়া। বাংলাদেশে বর্তমানে পতিতালয় ভিত্তিক এবং ভাসমান উভয় মিলে প্রায় ২ লক্ষ যৌনকর্মী রয়েছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন পতিতালয়ে পেশাদার যৌনবৃত্তি করে এমন নারী যৌনকর্মীর সংখ্যা প্রায় ৯০,০০০ (Annual Drug Report 2011, 37.)। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ৯০% যৌনকর্মী মাদকাসক্ত। অন্য এক গবেষণালব্ধ প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে প্রায় ৩৫,০০০ হিজড়া রয়েছে– যারা যৌনকর্মের সাথে জড়িত (Annual Drug Report 2011, 37)।

মোটকথা, আজ বাংলাদেশের অলিতে গলিতে মাদকের বিস্তৃতি এতটাই বেশি যে মাদক নির্দিষ্ট কোন শ্রেণি-পেশার মানুষের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নেই। আজ ছাত্র-শ্রমিক, বেকার-চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী-কৃষক, গাড়ীর ড্রাইভার-হেলপার নির্বিশেষে বহু শ্রেণি-পেশার মানুষ আশঙ্কাজনক হারে মাদকের প্রতি ঝুঁকছে– যা জাতির অস্তিত্বকে আস্তে আস্তে ফাঁদে ফেলে চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিচ্ছে। অপ্রতিহত মাদক সন্ত্রাসের ছোবলে সমাজ এখন রীতিমত জিম্মি। পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয়– সকল স্তরে মাদক এক মূর্তিমান আতঙ্ক। মাদকের বহুমুখী ব্যাপক বিস্তার জাতিকে মারাত্মক সংকটে নিক্ষেপ করেছে। মাদক-সন্ত্রাস দেশের মানুষকে আতঙ্কিত ও হতবুদ্ধি করে তুলেছে। মাদকের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছে গোটা দেশের মানুষ। তাই মাদক বিস্তার ঠেকানো ও মাদকাসক্তি নির্মূলে জরুরী ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া যাবে না।

পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের শিরোনাম ও বাংলাদেশের বর্তমান মাদক পরিস্থিতি

বাংলাদেশের মাদক পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা প্রতিনিয়ত অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ও ফিচার প্রকাশ করছে, যা থেকে বর্তমানে দেশের মাদক ব্যবহার ও ব্যবসা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত এ রকম কয়েকটি পত্রিকার রিপোর্টের শিরোনাম নিচে তুলে ধরা হলো, যা বাংলাদেশে মাদকের সার্বিক পরিস্থিতি জানতে সহায়তা করবে।

১. বছরে ২০ হাজার কোটি টাকার মাদক-বাণিজ্য (Amader Somoy, Jun.26, 2015)।

২. দেশে পাঁচ বছরে ইয়াবার ব্যবহার বেড়েছে ৭ গুণ, আটকের পরিমাণ বেড়েছে ৫০ গুণ (Protom Alo, Jun.26, 2015)।

৩. দেশে ইয়াবায় আসক্তদের ৮০ ভাগই শিক্ষার্থী (Ittefaq, Jun.26, 2015)।

৪. ইয়াবা ঠেকাবে কে? (Somokal, Jun.26, 2015)।

৫. রাজনৈতিক নেতা ও পুলিশের মদদে মাদক ব্যবসা (Somokal, Jun.26, 2015)।

৬. হেরোইন হটিয়ে ইয়াবা (Somokal, Jun.26, 2015)।

৭. ইয়াবা ও মানব পাচার এখন পারিবারিক ব্যবসা (Protom Alo, Jun.29, 2015)।

৮. ঠেকানো যাচ্ছে না ইয়াবা চোরাচালান (Ittefaq, May 5, 2015)।

৯. মাদক বাণিজ্য ৫০ হাজার কোটি টাকার (Bangladesh Protidin, May 13, 2015)।

১০. সীমান্তে ৫১২ মাদক পয়েন্ট (Bangladesh Protidin, May 14, 2015)।

১১. নিয়ন্ত্রণে ২৫০০ অপরাধী মাদক স্পট ৮০০ (Bangladesh Protidin, May 15, 2015)।

১২. দেশজুড়ে ইয়াবা উন্মাদনা (Bangladesh Protidin, May 17, 2015)।

১৩. মাদকের বিষে আক্রান্ত নারী (Bangladesh Protidin, Jul 1, 2015)।

১৪. প্রত্যন্ত গ্রামেও ইয়াবার ছোবল (Ittefaq, Aug. 12, 2015)।

১৫. মাদক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক নেতারা (Bangladesh Protidin, Jan. 31, 2015)।

১৬. মাদক বহনে আন্ডার টুয়েন্টি কিশোর (Bangladesh Protidin, Mar. 14, 2015)।

১৭. ইয়াবা সেবন ৬ বছরে ৭৭ গুণ বেড়েছে (Protom Alo, Dec.9, 2014)।

১৮. ইয়াবায় বিপন্ন জীবন (Ittefaq, Nov. 9, 2014)।

১৯. অভিনব কৌশলে পাচার সর্বনাশা ইয়াবা (Bangladesh Protidin, Sep. 20, 2014)।

২০. ভয়ঙ্কর নারী অপরাধীরা (Bangladesh Protidin, Nov. 2, 2014)।

২১. বন্ধু ভয়ংকর (Somokal, Jun.26, 2013)।

২২. মাদক মামলার ৪৮ শতাংশ আসামি ছাড়া পেয়ে যায় (Somokal, Jun.26, 2012)।

২৩. ওরা কোটিপতি মাদক ব্যবসায়ী (Somokal, Jun.26, 2012)।

২৪. ইয়াবা নিয়ন্ত্রকদের পৃষ্ঠপোষক সাংসদ! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন (Protom Alo, Jun.26, 2013)।

২৫. গুলিস্তানে ইলেকট্রনিকস পণ্যের মতো প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে মাদক (Nayadiganta, Dec.20, 2014)।

২৬. পুলিশ ব্যারাকে মাদকের গুদাম! জড়িত আরএনবি কর্মকর্তারা (Bangladesh Protidin, Mar. 14, 2015)।

২৭. রাজধানীতে নকল ইয়াবা কারখানা (Somokal, Jun.26, 2015)।
২৮. ভাসানটেক: ছোট গলিতে মাদকের বড় ব্যবসা (Somokal, Jun.26, 2015)।
২৯. মাদক পাচারকারীদের প্রিয় রুট মেহেরপুর (Ittefaq, Aug 2, 2015)।
৩০. জেলা প্রশাসকের গাড়িতে ৩৭৫ বোতল ফেনসিডিল (Jugantor, Apr.15, 2015)।
৩১. চট্টগ্রাম বন্দরের তেলের কনটেইনারে মিলেছে কোকেন (Kaler Kontho, Jun.27, 2015)।
৩২. ভারত মিয়ানমার থেকে ৭০ স্থান দিয়ে ঢুকছে মাদক (Nayadiganta, Jun 13, 2015)।

মাদকাসক্তির প্রকৃতিতে সাম্প্রতিক সংযোজন

ইয়াবা

বর্তমানে 'ইয়াবা' নামক বিধ্বংসী মাদকদ্রব্য বাংলাদেশের শহর-নগর-বন্দর-গ্রাম তথা সর্বত্র আশঙ্কাজনকহারে বিস্তার লাভ করেছে। বিভিন্ন কোম্পানির বড় বড় কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, শিল্পী, র‍্যাম্প মডেল, ছাত্রসহ দেশের একটি বড় অংশ ইয়াবায় আসক্ত। বিশেষ করে বেকার তরুণ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুল এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের ওপর আঘাত হেনেছে এ ভয়ঙ্কর নেশা উদ্রেককারী মাদকটি– যার তাণ্ডবের প্রলয়নৃত্যে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে বিত্তের প্রাচুর্যে লালিত ধনীর দুলালদের সামাজিক মর্যাদা ও আভিজাত্যের দর্প। কমদামি এবং সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় তরুণেরা এর প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

ইয়াবা একটি ছোট ট্যাবলেটের নাম। 'গোল্ডেন ট্রায়াংগল' নামে পরিচিত থাইল্যান্ড, মিয়ানমার ও লাওসের সীমান্তবর্তী এলাকা ইয়াবার অভয়ারণ্য হিসেবে চিহ্নিত। ইয়াবা ১৮৮৭ সালে প্রথম তৈরি হয়। ১৯২৭ সালে উদ্দীপক ওষুধ ও নাকের চিকিৎসায় স্প্রে হিসেবে এর ব্যবহার শুরু হয়। ১৯৪৯ সালে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়ার জন্য নাকের চিকিৎসায় এর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয় (Chowdhury, 2008, 143)। ব্যক্তিগত মাধ্যমে ১৯৮৭ সালে এদেশে প্রথম ইয়াবা আসে। পরবর্তীতে ২০০০ সাল থেকে কক্সবাজারের টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে মিয়ানমার থেকে ইয়াবা আসা শুরু হয়। প্রথম দিকে বাজারে এটার পরিচিতি ছিল যৌন উত্তেজক বড়ি হিসেবে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এক অভিযানে ঢাকায় প্রথম ইয়াবা ধরা পড়ে ২০০২ সালের ১৯ ডিসেম্বর (Chowdhury, 2008, 144)। এর পর থেকে দ্রুত এর ব্যাপকতা বাড়তে থাকে। আগে শুধু ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকায় ইয়াবার ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন গ্রামগঞ্জের পান দোকানেও এটি পাওয়া যায়। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া মাদকের হিসাব কষে দেখা যায়,

গত বছরে মাদক হিসেবে ইয়াবার ব্যবহার বেড়েছে ৭৭ গুণ (৭৬২১ শতাংশ) (Protom Alo, Dec. 9, 2014)। মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থার (মানস) সভাপতি অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী বলেন, ইয়াবা ব্যবসায়ীরা শুরুতে ইয়াবাকে এক ধরনের যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট হিসেবে প্রচার করে। তখন এর নাম ছিল ক্রেজি মেডিসিন, হিটলারস ড্রাগ, টেস্টি ভায়াগ্রা ইত্যাদি। পরে তরুণীরা ব্যাপকহারে ইয়াবা খাওয়া শুরু করলে এর নাম দেয়া হয় 'দ্য কুইন'।

ইয়াবার ক্ষতি

যুক্তরাজ্যভিত্তিক 'ড্রাগস ইনফরমেশন' এর ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞদের মতে হেরোইনের চেয়ে ইয়াবার ক্ষতি বহু গুণ বেশি। এটা শক্তিশালী নেশা সৃষ্টিকারী এবং মস্তিষ্কের জন্য উত্তেজক। মস্তিষ্ক শরীরের চালিকাশক্তি হওয়ার কারণে অতি উত্তেজনা বা বেশি রক্ত চলাচল সুষ্ঠু চিন্তাধারাকে বিঘ্নিত করে এবং স্মৃতি বিভ্রাট ঘটায়। ইয়াবা সেবন করলে ২ বা ৩ ঘণ্টার মধ্যে স্নায়ুতে উত্তেজক ক্রিয়া শুরু হয়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা স্থায়ী হয়। মাদকের প্রভাব কেটে যাবার পর ব্যবহারকারী দ্বিগুণ পরিমাণে ভেঙ্গে পড়ে। তার মধ্যে নেমে আসে নিস্তেজতা, নিঃস্বতা ও অসারতা (Taleb, 2000, 72)। অর্থাৎ ইয়াবা সেবনের ফলে সাময়িক শারীরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলেও হ্রাস পেতে থাকে জীবনশক্তি; আক্রান্ত হয় যকৃৎ, কিডনি ও মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্র। মানবদেহে ইয়াবার দীর্ঘমেয়াদী উপস্থিতি হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতাকে নষ্ট করে দেয়, দেহে নানা দুরারোগ্য ব্যাধির জন্ম হয়। এই ট্যাবলেট দ্রুত একজন মানুষকে পঙ্গু করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক তাজুল ইসলাম বলেন, ইয়াবা সেবনের পর প্রথমে মনে হয় শরীরে অনেক শক্তি এসেছে, যৌনশক্তি বেড়ে গেছে, সব ক্লান্তি কেটে গেছে। এটি একটি উত্তেজক মাদক। দীর্ঘ মেয়াদে এটি পুরো স্নায়ুতন্ত্রের ওপর প্রচণ্ড খারাপ প্রভাব ফেলে। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক কাঠামো ও কার্যক্রম নষ্ট করে দেয়। এ ধরনের মাদকের প্রভাবে অনেক সময় মানুষ বদ্ধ পাগলের মতো আচরণ করে (সাইকোসিস সিনড্রম)। সেবনের পরপর ফুরফুরে লাগলেও এর প্রভাব কমে যাওয়ার পরই শরীরময় নেমে আসে রাজ্যের অবসাদ ও ক্লান্তি। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের (স্ট্রোক) ঝুঁকিও তৈরি হয় (Protom Alo, Dec.9, 2014)।

মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থার (মানস) সভাপতি অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী ইয়াবা গ্রহণের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বলেন, ইয়াবা খেলে মনে উত্তেজনা আসে, আবেগের জোয়ার আসে, উৎফুল্ল ভাব তৈরি হয়। মুড হাই হয়ে যায়, ইউফোরিয়া জাগে মনে। এ ধরনের 'সুপার এক্সাইটেশন' একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। এ সময় দেহে যৌনপুলকও বেড়ে যেতে পারে। প্রাথমিক প্রভাব কেটে গেলে দেহমনে অবসাদ জাগে, কার্যক্ষমতা কমে যায়, দেহ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। 'সুপার এক্সাইটেশন' সময়ে

যৌনতার জন্য একজন তরুণ বেপরোয়া হয়ে যেতে পারে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে, অপরাধের সঙ্গে জড়িত হতে পারে; এতে যৌনবাহিত রোগ, এমনকি এইডসেও আক্রান্ত হতে পারে। শিথিলতা, নিষ্ক্রিয়তা, অবসাদগ্রস্ততা কাটিয়ে উত্তেজিত হয়ে যৌন কাজ ও বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত হওয়ার জন্য মাদক নেওয়ার চক্রে এভাবে আটকে যায় ইয়াবাসেবীরা (Chowdhury, 2008, 146-147)। সামাজিক সমস্যার দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার ও সমাজে ইয়াবা সেবনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, যেমন পারিবারিক নিঃসঙ্গতা, শারীরিক ও মানসিক শক্তির অপচয়, নৈতিক অবক্ষয়, কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

আইসপিল

'আইসপিল' নামের যৌন উত্তেজক ট্যাবলেট বরফের মতো সাদা ও দানাদার। তীব্র উত্তেজনা ফিলিংস, দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি, অনিদ্রা ও ক্ষুধামন্দা সৃষ্টিকারী এ ট্যাবলেট হচ্ছে ক্রিস্টাল মেথামফেটামাইন হাইড্রোক্লোরাইড নামের এক রাসায়নিক পদার্থ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এটি শাবু, ক্রিস্টাল, ক্রিস্টাল মেথ, মেথ, ডি-মেথ, ধাতু, টিনা ও গাস নামে পরিচিত। প্রতি গ্রাম আইসের দাম ২০০ ডলার। কাচের পাইপে রেখে নিচে আগুনের তাপ দিয়ে এ থেকে বের হওয়া ধোঁয়া টেনে নিয়ে নেশার স্বাদ নেয় সেবনকারীরা। আবার অনেকে হেরোইনের মতো করেও তা সেবন করে নিজেকে বড় মাপের ব্যক্তি ভাবতে থাকে। আইসের নেশা ৮-১২ ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। বিজ্ঞানীদের মতে আইসের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ব্যাপক। আইস সেবনকারী উচ্চ রক্তচাপ, ওজন কমে যাওয়া, নিদ্রাহীনতা, বিষণ্ণতা, দুশ্চিন্তা, মানসিক ভারসাম্যহীনতা এবং অনিরাপদ যৌন মিলনে জড়িয়ে পড়ে। ফলে বিভিন্ন যৌনরোগ ছাড়াও এইড্স রোগে আক্রান্ত হতেও দেখা যায় (Chowdhury 2008, 146-147)।

যা হোক, আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ ভয়ঙ্কর নেশা উদ্রেককারী মাদক 'ইয়াবা' ও 'আইসপিল'-এ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে। ইয়াবা ও আইসপিলসেবীরা হলো সমাজের প্রাচুর্যের অধিকারী উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়ে, যাদের অনেকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, যারা ইংরেজিতে কথা বলে, যাদের রয়েছে পোরশে বা বিএম-ডব্লিউর মতো অত্যাধুনিক মডেলের গাড়ী। এসব শিক্ষার্থীর জীবনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চিত্রজগতের নামীদামি তারকা, সেলিব্রেটি ও মডেল কন্যাদের মধ্যে ইয়াবা ও আইসপিলের ব্যবহার বেড়েছে উদ্বেগজনক হারে। এছাড়া ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত কিছু বখাটে, উচ্ছৃঙ্খল ও সন্ত্রাসীরাও ইয়াবায় আসক্ত। ধর্মবিবর্জিত শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ধানুকরণই এ দেশের উঁচুতলার সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্তির অন্যতম কারণ।

সিসার নেশা

মারাত্মক এক নতুন ফ্যাশন নেশার নাম সিসা। শহরের অভিজাত রাস্তায় এখন নানা রকমের লাউঞ্জ, আর সিসা ক্যাফেতে চলছে নারী-পুরুষের অবাধ সিসা সেবন। পত্রিকার রিপোর্ট মতে রাজধানীর অভিজাতপাড়া এবং কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীসহ অন্যান্য অভিজাত এলাকায় একেকটি বারে মাসে গড়ে ১০ লাখ টাকার সিসা বিক্রি হচ্ছে। সিসার সাথে গাঁজা, হেরোইন ও ইয়াবা মেশানো হয় বলে রিপোর্টে প্রকাশ। আমাদের দেশের আইনে সিসা নাকি এখনো মাদকই নয়। কেননা ১৯৯০ সালের তফসিলভুক্ত না হওয়ায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাকি এ ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। অথচ ধূমপানের চেয়ে সিসা সেবন মানবদেহের জন্য বেশি ক্ষতিকর। সিসা সেবনের একটি আসরে যে পরিমাণ ধোঁয়া বের হয়, তা ২০০ সিগারেটের ধোঁয়ার সমান। একবার সিসার ধোঁয়া ফুসফুসে টেনে নিলে যে পরিমাণ নিকোটিন ও কার্বন মনোঅক্সাইড মানুষের দেহে প্রবেশ করে, তা ২০টি সিগারেটের চেয়ে বেশি। তামাক সংবলিত সিসার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া তামাকের চেয়েও ক্ষতিকর।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি ব্যাপক প্রসারের কারণ ও প্রেক্ষাপট

ক. মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত: মাদকদ্রব্য ভয়ঙ্কর এক সর্বনাশা ক্ষতিকর দ্রব্য। ক্ষতিকর জেনেও মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয়– সে বিষয়ে নানা গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। আসক্তির উৎপত্তির পেছনে একক কোনো কারণ দায়ী নয়; এর পেছনে বেশ কিছু মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও আর্থ-সামাজিক কারণ বিদ্যমান বলে মনোবিজ্ঞানীগণ মত দিয়েছেন। কৌতূহল, বন্ধু-বান্ধবের চাপ, ক্রমাগত মানসিক পীড়ন, বেকারত্ব, সহজলভ্যতা, ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ ইত্যাদি একজন ব্যক্তির মাদকাসক্তির জন্য অনেকাংশে দায়ী বলে তাঁরা বলেছেন। তবে আসক্তির কারণ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয়ে তাঁরা সকলে একমত যে, হীনমন্যতাবোধ আসক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ (Haque 1989, 201)। এই হীনমন্যতাবোধ মোকাবেলা করার একটি উপায় হচ্ছে, এমন সব ক্রিয়াকলাপে ডুবে থাকা, যা সে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারে। মাদকদ্রব্যসমূহ নিঃসন্দেহে এই মানসিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম– যদিও তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। মাদকদ্রব্য সেবন প্রথমদিকে একটি আনন্দময় অনুভূতি এনে দেয় কিন্তু তার পরপরই মানসিক অবসাদ নেমে আসে। এই অবসাদ দূর করে পূর্বের আনন্দময় অনুভূতিতে ফিরে যাওয়ার আশায় সেই তৃপ্তিদায়ক ক্রিয়াটির (মাদকসেবন) পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয় (Haque, 1989, 201)। বারেনস্-এর মতে, যারা নিজেদেরকে হীন (inferior) বা অস্বাভাবিক (abnormal) মনে করে তারা নকল সমর্থন (artificial support) লাভ এবং বাস্তব পরিস্থিতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যই নেশা (Drug) গ্রহণ করে থাকে (Mian, N.D,

399)। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মাদকাসক্তিকে এককথায় জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে পলায়নের কৌশল (Scape mechanism) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

খ. সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত: মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী জন. এ. ক্লাউসেন (John A. Clausan) তাঁর এক নিবন্ধে সমকালীন মার্কিন সমাজে মাদকদ্রব্যের ব্যাপক প্রসারের কারণ সম্পর্কে তিন ধরনের মতামত উল্লেখ করেছেন, যার প্রতিটি কারণ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলা যেতে পারে।

(ক) মাদকদ্রব্যের আমদানীকারক ও ফেরিওয়ালারা অপরের জীবন ধ্বংসের বিনিময়ে নিজের ভাগ্য গড়ার কাজে নিষ্পাপ ও দুর্বলচেতা মানুষের হাতে ড্রাগস তুলে দেয়;

(খ) বনিবনার অভাবে অথবা জীবন যুদ্ধে ব্যর্থতার ফলে অনেকে মাদকদ্রব্যের মাঝে মুক্তি খুঁজে;

(গ) মাদকাসক্তি এক ধরনের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন আচরণ এবং এই আচরণ সমাজের একই মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনার দ্বারা প্রভাবিত মানুষের মাঝে সহজেই সংক্রমিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির নিজস্ব গুণের চেয়ে যে সব সঙ্গীসাথীর সাথে মেলামেশা করে ও যে পরিবেশে বসবাস করে সেগুলোর প্রভাবই তাকে মাদকাসক্তির প্রতি বেশি আকৃষ্ট করে (Merton and Nisbet, 1971, 205)।

সর্বশেষ মতামতটিকে বাংলাদেশের মাদকাসক্তি সৃষ্টি ও তার বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (Mannan and Hasan, 1994, 5)। বাংলাদেশের একজন সমাজবিজ্ঞানী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তির কারণগুলোকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে–

(১) আন্তর্জাতিক মাদক চোরাচালানের ক্রসরোড হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার এবং সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহে উৎপাদিত মাদকদ্রব্যের (প্রধানতঃ হেরোইন) বাজার হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে মাদকাসক্তদের একটি সহযোগী উপসংস্কৃতি (Subculture) গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এবং চোরাচালানের 'ট্রানজিট রুট' হিসেবে ব্যবহার করে এ দেশেও মাদকের ব্যাপক বাজার সৃষ্টির প্রচেষ্টা;

(২) তরুণ ও যুবসমাজের ব্যাপক হতাশা, বেকারত্ব ও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হওয়ার ফলে নানাভাবে মাদক ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক শিকারে পরিণত হওয়া;

(৩) প্রধানত শহরাঞ্চলের সমাজ জীবনে পারিবারিক বনিবনার অভাবে বিশেষতঃ উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মধ্যে মাদকাসক্তির প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া;

(৪) শহর ও পল্লী উভয় সমাজে সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা প্রতিষ্ঠানসমূহের (Socialization agencies) যথাযথ ভূমিকার অভাব ও বিপথগামী সামাজিকীকরণ এবং

(৫) আধুনিক প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নানা ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সংকট বা দুর্বলতা এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ, মূল্যবোধ প্রভৃতিতে ব্যাপক পরিবর্তনের ফলে সখ করে বা ফ্যাশন হিসেবে মাদকদ্রব্য গ্রহণ করা (Haque, 1992, 36)।

গ. সাধারণ কারণ

১. পারিবারিক কলহ ও বিশৃঙ্খলা : অনেক সমাজবিজ্ঞানী মাদকাসক্তির জন্য পরিবার অনেকাংশে দায়ী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কেননা পরিবারই একজন ব্যক্তির প্রথম শিক্ষালয় এবং সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করতে পারে। পরিবারই শৈশব, কৈশোর এমনকি যৌবনেও একজন মানুষের উপর সবচেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও বনিবনার অভাব, পারিবারিক কলহ, অনৈতিকতার চর্চা, জীবনে উদ্দেশ্যহীনতা, সদস্যদের প্রতি সঠিক (পারিবারিক) দিক-নির্দেশনার অভাব, পারিপার্শ্বিকতার চাপ ইত্যাদির ফলে পরিবারের তরুণ সদস্যদের পক্ষে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন সে ক্রমশ ঘরের পরিবর্তে মাদকদ্রব্যে নিজের প্রশান্তি খুঁজে (Haque, 1992, 38)। আবার পরিবারে পিতা-মাতা বা অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে একটা সু-সম্পর্ক বিদ্যমান না থাকলে এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকলে পরিবারের পারস্পরিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়ায় ছেলে-মেয়েরা অনাত্মীয়দের সাথে হৃদ্যতা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের কলহ ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে সন্তান মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। ফলশ্রুতিতে তারা জন্য মাদকাসক্তদের খপ্পড়ে পড়ে। উন্নত বিশ্বেও পারিবারিক পরিবেশ মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, পিতামাতার বনিবনার অভাবে শতকরা ৯৭টি পরিবার মাদকাসক্তির শিকার হয়েছে (chein, 1964, 13)। যদিও বাংলাদেশের পারিবারিক ভাঙ্গন বা বিচ্ছিন্নতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যায়ে নয় এবং মাদকাসক্তির একক বৃহত্তম কারণ হিসেবে পরিবারকে দায়ী করা যায় না, তবুও মাদকাসক্তি নিরাময়ের ক্ষেত্রে পরিবার অবশ্যই একটি শক্তিশালী উপাদান। তবে একথা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, আমাদের দেশেও পারিবারিক জীবনে বাবা-মায়ের দ্বন্দ্ব-কলহ, অবিশ্বাস-সন্দেহ, অশান্তিপূর্ণ পারিবারিক পরিবেশ,

ডিভোর্স, সেপারেশন, বহুবিবাহ অথবা বাবা-মায়ের মাদকাসক্তি শিশু-কিশোর ও তরুণদেরকে আশঙ্কাজনক হারে মাদকাসক্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আবার পরিবারের কেউ মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকলে সেই পরিবারের সন্তান সহজেই মাদকাসক্ত হতে পারে। পরিবারে অপসংস্কৃতি চর্চা, অভিভাবকদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন, উদাসীনতা বা অবহেলা, অতিশাসন কিংবা অতি আদরের ফলেও সন্তানরা মাদকাসক্ত হতে পারে। যেহেতু মাদকাসক্তি একটি মানসিক প্রবণতা, সেহেতু কেউ একবার মাদক গ্রহণ করলে মানসিক সুখানুভূতির কারণে সে আবার মাদকদ্রব্য গ্রহণ করে। কেননা এসব লোকের আত্মবিশ্বাস দুর্বল থাকে, চারিত্রিক দৃঢ়তাও তেমন একটা থাকে না। এ জন্য তারা সহজেই মাদকাসক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

২. **বেকারত্ব :** অনেকে জীবন যুদ্ধে ব্যর্থতার ফলে, লেখাপড়া করেও ভালো একটি চাকুরি লাভ করতে না পেরে অথবা কর্মসংস্থান না পেয়ে মাদকদ্রব্যের মাঝেই মুক্তি খোঁজে। এক গবেষণায় ক্রমবর্ধমান মাদকাসক্তির জন্য বেকারত্বকে দায়ী করে বলা হয়েছে–There is a clear link between illegal drug use and unemployment. Many possible explanations for this exist, but the most parsimonius conclusion is that high unemployment serves to foster drug use.

অবৈধ মাদক ব্যবহার এবং বেকারত্বের মধ্যে একটি স্পষ্ট যোগসূত্র রয়েছে। এর সম্ভাব্য অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, অধিক বেকারত্বই মাদকের ব্যবহারকে ত্বরান্বিত করছে (Heller, 1987, 1)।

৩. **মানবিক সম্পর্কের অবনতি ও হতাশা :** মানবিক সম্পর্কের অবনতি এবং সম্ভাবনাময় যুব সমাজের ভবিষ্যত সম্পর্কে অনিশ্চয়তাও এদেশে মাদকাসক্তি বাড়িয়ে তুলছে। কারণ, পূর্বে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, যৌথ পরিবার প্রথা, মধুময় দাম্পত্যজীবন ও সামাজিক বিশ্বাসের দরুণ নিরাশ্রয় হতভাগ্যদের জীবনধারণ ব্যবস্থা সামাজিক গণ্ডির ভেতরে স্থায়ীভাবেই সম্ভব হতো। কিন্তু আধুনিক কালের নগরায়ণের ফলে মানুষ হয়ে উঠেছে যান্ত্রিক। মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক স্নেহ, মমতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ দিন দিন লোপ পাচ্ছে, যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ক্ষুদ্র পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে– যেখানে সন্তানের বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে একাকিত্ব বড় Factor হয়ে দেখা দিচ্ছে। যার কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে না পেয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব ও হতাশার কারণে সে আশ্রয় খুঁজে ফেরে মাদকদ্রব্যের জমজমাট আড্ডাখানায়। এভাবেই গড়ে ওঠে মাদকাসক্তি।

৪. **বন্ধুবান্ধবের প্রভাব :** ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের চেয়ে যে সব সঙ্গী-সাথীর সাথে সে মেলামেশা ও বসবাস করে সেগুলোর প্রভাবই তাকে মাদকাসক্তির প্রতি বেশি আকৃষ্ট করে। তবে কোন ব্যক্তি হঠাৎ করেই আসক্ত হয়ে পড়ে না, বরং বন্ধু-বান্ধবের চাপে ধীরে ধীরে মাদকদ্রব্য ব্যবহারে তার মনোভাব, বিশ্বাসবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতিতে পরিবর্তন আসে এবং এক পর্যায়ে মাদকদ্রব্যকে নিজের জীবনের জন্য অপরিহার্য বিবেচনা করে। এক সমীক্ষালব্ধ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

People do not fall victim to drug addiction suddenly or inexplicably. They are actively involved in the use of drugs, and their attitude, beliefs, intentions and expectations play a vital role in this involvment with drugs.

মানুষ হঠাৎ করে কিংবা আকস্মিকভাবে মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে না। মাদক ব্যবহারে সক্রিয়ভাবে জড়িত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, বিশ্বাস, ইচ্ছা এবং আকাঙ্ক্ষা। মাদকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে (Rahman 1991, 119)।

৫. **সহজলভ্যতা:** বস্তুত বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের ব্যাপক সরবরাহ ও সহজলভ্যতা তরুণ সমাজকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। মাদকদ্রব্যের চোরাচালানকারী ও ফেরিওয়ালারা নিজেদের ভাগ্য গড়ার প্রয়োজনে, কালো টাকা লাভের আশায় সমাজের নিষ্পাপ তরুণ-তরুণী ও দুর্বলচেতা মানুষের হাতে জীবন বিধ্বংসী ড্রাগস্ তুলে দিচ্ছে। চারদিকেই মাদকের ছড়াছড়ি। হাত বাড়ালেই মিলছে জীবন বিধ্বংসী এ মাদক।

৬. **সামাজিক অনুষঙ্গ:** কতিপয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৃতাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিত মাদকাসক্তি সমস্যাকে ক্রমশ জটিল ও ভয়াবহ করে তুলেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিভাগের পরিচালনায় সমাপ্ত মাদকাসক্তি সম্পর্কিত একটি জরীপ প্রতিবেদনের ভূমিকায় বলা হয়েছে :

On post liberation social unheaval, change of value system, personal and community frustation, economic crisis all seem to be acuting as personal and social strains which are alleged to lead to the development of the habit of drug abuse depending on one's personal and social coping capability.

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সামাজিক অস্থিতিশীলতা, মূল্যবোধের পরিবর্তন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত হতাশা, অর্থনৈতিক মন্দা – এসব কিছুই ব্যক্তিগত ও সামাজিক চাপে তীব্র

হচ্ছে বলে মনে হয়, যা কারো ব্যক্তিগত ও সামাজিক সক্ষমতার সাথে খাপ খাওয়ানোর ওপর ভিত্তি করে মাদক অপব্যবহারের অভ্যাসকে জোরদার করছে (IPGMR 1991, 10)।

৭. **ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাবঃ** আমাদের সমাজে মাদকাসক্তি বিস্তারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব। একজন রক্তমাংসে গড়া মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তার মধ্যে যে সদগুণের প্রয়োজন মানুষের আপেক্ষিক জ্ঞান দিয়ে তার কোন সর্বজনীন মানদণ্ড স্থির করা সম্ভব নয় বলেই মানুষ ধর্মকে পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে। ধর্ম মানুষকে আলোকিত করে, জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র তৈরি করে। কিন্তু তথাকথিত আধুনিকতার নামে অনেকেই ধর্মকে তাদের জীবনে যথাযথ মর্যাদা দিতে চান না। অনেকে আবার ধর্মান্ধতার কুফলের দোহাই দিয়ে প্রকৃত ধর্মচর্চা থেকেও নিজেদের দূরে রাখেন। এভাবে ধর্মের অনুশীনহীন মন সহজেই মোহগ্রস্ত হয়। ইসলাম ধর্ম মানুষকে মাদকাসক্তির পথ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। বিশ্ব মানবতার ধর্ম ইসলাম তো মাদকাসক্তির ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছে। এতদসত্ত্বেও আমরা যারা নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করি না তাদের বা কতজন এ ধর্মীয় অনুশাসন পালনে সচেষ্ট। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ন্যূনতম ধর্মীয় মূল্যেবোধটুকু বিদ্যমান থাকে তাহলে সে মাদকাসক্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের ক্ষেত্রে শিথিলতা ও অনেকক্ষেত্রে অবচেতন হওয়ার কারণে অনেকেই মাদকাসক্তির প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

ঘ. গবেষণালব্ধ কারণসমূহ

বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যার কারণ অনুসন্ধানে অনেক গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। প্রায় সকল গবেষণাতেই মাদকাসক্তির জন্য কতগুলো সাধারণ কারণ চিহ্নিত হয়েছে। এক গবেষণায় মাদকাসক্তির যে কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হলো :

(১) কৌতূহল, (২) বন্ধু-বান্ধবের চাপ, (৩) হতাশা, (৪) ভৌগোলিক সুবিধা থাকা, (৫) পারিবারিক দ্বন্দ্ব, (৬) সুস্থবিনোদনের অভাব, (৭) অজ্ঞতা, (৮) ব্যক্তিগত কারণ, (৯) ধর্মীয় অনুভূতির অভাব এবং (১০) ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব (Ajam, 1995, 78)।

আরেক সমীক্ষালব্ধ তথ্যে বাংলাদেশে মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কারণগুলো লক্ষ্য করা যায়– (১) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা/ কৌতূহল, (২) আসক্ত বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গ/ আড্ডা, (৩) বেকারত্ব/ নিঃসঙ্গতা, (৪) মাদক ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শ/ সহযোগিতা, (৫) হাতে প্রচুর অর্থ এসে যাওয়া, (৬) পারিবারিক বন্ধন, নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম-কানুনের শিথিলতা এবং (৭) আপনজনের মৃত্যুতে শোকে পড়ার পর (Mannan, 1994,

38)। ৮৪ জন মাদকাসক্তের ওপর পরিচালিত সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাদকাসক্তদের ৮২.৬৭% বন্ধু-বান্ধব/সঙ্গদোষ, ৭৩.৩৩% কৌতূহল, ১৭.৩৩% হতাশা, ২৪% পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ১৩% প্রেমে ব্যর্থতা এবং ৫.৩৩% বেকারত্বের কারণে মাদকাসক্ত (Hossain 1997, 134)।

তাছাড়া রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি, সামাজিক নিয়ন্ত্রণমূলক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার অভাব এবং পাশাপাশি আকাশ সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব তরুণ মনে যে নীরব দ্বন্দ্বের জন্ম দিচ্ছে তা থেকেও সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন মাদকদ্রব্য গ্রহণের মত 'এ্যাডভেঞ্চার'। তবে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মাদকাসক্তির যে কারণই থাকুক না কেন, তা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে সম্ভাবনাময় তরুণ সমাজ জীবনীশক্তি হারিয়ে একটি পঙ্গু জাতিতে পরিণত হবে।

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে গৃহীত আইনী পদক্ষেপ

আমাদের দেশে মাদকাসক্তি সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক প্রণীত কিছু আইনী পদক্ষেপ হচ্ছেঃ

১. The Opium Act-1878.
২. The Bengal Excise Act-1909.
৩. The Dangerous Drug Act-1930.
৪. The Bengal Opium Smoking Act-1932.
৫. Drugs (control) ordinance, 1982.
৬. The Dangerous Drug (Amendment) Act-1988.
৭. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-১৯৯০.
৮. এ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫.
৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮নং আর্টিকেল, যেখানে রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার খাতিরে চিকিৎসা ও আইনের দ্বারা নির্ধারিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিকর ভেষজ ও মাদক পানীয় এর ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এ ছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩ (১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮৯' অনুযায়ী ১০ জানুয়ারি ১৯৯০ তারিখে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর' এবং 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড' গঠন করা হয়েছে। জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করে জাতীয় সংসদে ১৯৯০ সালের ২৯ জানুয়ারি পাশ হয় 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিল-১৯৯০'। এই বিলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, মাদকাসক্তদের তালিকা তৈরি, তাদের চিকিৎসা ও

পুনর্বাসনের ব্যাপারে বোর্ড ও অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এই আইনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী সকল আইনের কার্যকারিতা রহিত করা হয় এবং বর্তমানে বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা এবং পুর্নবাসনের ক্ষেত্রে এটাই আইনগত ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ২ জানুয়ারি ১৯৯০ সালে কার্যকর হওয়া এ আইনে এ্যালকোহল ব্যতীত যে কোনো ধরনের মাদকদ্রব্যের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তরকরণ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ, মজুতকরণ, প্রদর্শন এবং ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ আইন মদ তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোন গাছগাছালি বা উপাদানের চাষ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তরকরণ, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ, মজুতকরণ এবং প্রদর্শনও নিষিদ্ধ করেছে। তবে লাইসেন্সপ্রাপ্ত, অনুমতিপত্র বা ছাড়পত্রধারী ব্যক্তিদের বেলায় এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর নয়। এ আইনে এটাও বলা হয়েছে যে, এ নিষেধাজ্ঞা অমান্যকারীকে সংশ্লিষ্ট মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুসারে মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন অথবা অন্য যে কোন মেয়াদের কারাদণ্ড প্রদান করা হবে।

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের শাস্তি

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০-এর ১৯ নং ধারায় কতিপয় মাদকদ্রব্যের নাম উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি লাইসেন্স/ পারমিট/ পাশ ব্যতীত যদি এ্যালকোহল ছাড়া অন্য কোন মাদকদ্রব্যের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বহন, স্থানান্তর, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, মজুতকরণ, প্রদর্শন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করে অথবা এতুদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা বা এর পৃষ্ঠপোষকতা করে তবে সেই ব্যক্তি ১৯ নং ধারা অনুযায়ী মাদকদ্রব্যের পরিমাণের বিভিন্নতা অনুযায়ী বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে/ মৃত্যুদণ্ডে/ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে। যেমন-

১. হেরোইন, কোকেন এবং কোকা উদ্ভূত মাদকদ্রব্য কারো কাছে অনুর্ধ্ব ২৫ গ্রাম পাওয়া গেলে অন্যূন ২ বছর ও উর্ধ্ব ১০ বছরের কারাদণ্ড। আর ২৫ গ্রামের উর্ধ্বে হলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
২. পেথিড্রিন, মরফিন ও টেট্রাহাইড্রা ক্যানবিনল কারো কাছে অনুর্ধ্ব ১০ গ্রাম পাওয়া গেলে অন্যূন ২ বছর এবং অনুর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড। আর মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ১০গ্রামের উর্ধ্বে হলে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
৩. গাঁজা বা যে কোন ভেষজ ক্যানাবিস পাওয়া গেলে অনুর্ধ্ব ৫ কেজি পাওয়া গেলে অন্যূন ৬ মাস এবং অনুর্ধ্ব ৩ বছর কারাদণ্ড। আর মাদকদ্রব্যের পরিমাণ ৫ কেজির উর্ধ্বে হলে অন্যূন ৩ বছর এবং অনুর্ধ্ব ১৫ বছর কারাদণ্ড (Chowdhury, 2008, 40)।

শাস্তি প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি একবার দণ্ডিত হওয়ার পর পুনরায় অপরাধ করলে উক্ত অপরাধের জন্য বর্ণিত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ইসলামের মাদক নীতি

ইসলামে সকল প্রকার মাদকদ্রব্য ও মদ্যপান হারাম। কুরআন ও সুন্নাহ–ইসলামের এই দুইটি উৎসই এ বিষয়ে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এই কথা ঘোষণা করেছে এবং রাসূলে করীম স.-এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত। এ বিষয়ে কোন ইসলাম বিশেষজ্ঞই একবিন্দু ভিন্নমত প্রকাশ করেননি, দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে এ নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন মতভেদেরও সৃষ্টি হয়নি (Rahim, 2007, 236)। কুরআনে হাকীমে মহান আল্লাহ মাদককে চিরতরে হারাম ঘোষণা করে বলেন:

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاَنْصَابُ وَالاَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. ﴾

হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানী কার্যকলাপ। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, তাহলেই তোমরা সফলকাম হবে (Al-Qura'n: 5:90)।

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর নবী করিম স. ঘোষণা করেন:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرَ فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَئٌّ فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْ .

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌঁছায়, আর তার কাছে মদের কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে, সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রিও না করে (Muslim, 2002, 3897)।

মাদকদ্রব্য মাত্রই যে ইসলামে হারাম তা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণা থেকেই প্রমাণিত। এ ব্যাপারে পরিমাণের উপর মোটেই দৃষ্টি দেয়া হয়নি। কাজেই পরিমাণ কম হোক কি বেশি হোক উভয় অবস্থায়ই তা হারাম। জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী বলেছেন:

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ

যে জিনিস অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে, এর অল্প পরিমাণও হারাম (Tirmidī, 2008, 1865)।

অতএব, নেশার জিনিস হবার ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র, ধরণ ও পরিমাণের প্রশ্ন তোলার কোন অবকাশ নেই। কি দিয়ে তৈরি, দেশি না বিদেশি, কম বা বেশির প্রশ্ন

কিংবা উপকারের দোহাই দেওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামে মাদকদ্রব্য মাত্রই হারাম। কোন ব্যক্তি মদ বা নেশা জাতীয় বস্তুকে হালাল মনে করলে সে কাফির হয়ে যায়। মদ পান করা কবীরাহ গুনাহ। তাওবা ছাড়া এ গুনাহ মাফ হয় না।

ইসলাম শুধু যে মদপান হারাম করেছে তা নয়, মদ উৎপাদন-বিপণন, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি, মদের ব্যবসায় তথা মদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করা হয় বা করার প্রয়োজন হয়, সবকিছুকেই সম্পূর্ণ হারাম ঘোষণা করেছে। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় রাসূল স. কে ভাষণ দিতে শুনেছি:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللّٰهُ سَيُنَزِّلُ فِيْهَا اَمْرًا فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلْيُبِيْعُهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ قَالَ فَمَا لَبِثْنَا اِلا يَسِيْرًا حَتَّى قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْخَمْرُ فَمَنْ اَدْرَكَتْهُ هٰذِهِ الاٰيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَىْءٌ فَلا يَشْرَبْ وَلا يَبِعْ قَالَ فَاُسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِىْ طَرِيْقِ الْمَدِيْنَةِ فَسَفَكُوْهَا.

হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ তাআলা মদ (হারাম হওয়া) সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা অচিরেই এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বিধান নাযিল করবেন। কাজেই তোমাদের যার নিকট এর কিছু অবশিষ্ট আছে, সে যেন তা বিক্রি করে দেয় বা কোন কাজে লাগায়। রাবী বলেন, এরপর সামান্য সময় অতিবাহিত হতে না হতেই নবীজী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ মদ হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এ আয়াত পৌছায়, আর তার কাছে মদের কিছু পরিমাণ অবশিষ্ট থাকে সে যেন তা পান না করে এবং বিক্রিও না করে। রাবী বলেন, লোকদের যার কাছে এর যতটুকু ছিল তা নিয়ে মদিনার রাস্তায় বেরিয়ে আসল এবং তা ঢেলে ফেলে দিল (Muslim, 2002, 3897)।

অন্যত্র এসেছে:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَعْلَةَ اَلسَّبَئِّ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ ـــ اَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصِرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا اَهْدٰى لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلِمْتَ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ لا ـــ فَسَارَّ اِنْسَانًا فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَ سَارَرْتَهُ فَقَالَ اَمَرْتُهُ بَيْعِهَا فَقَالَ اِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا قَالَ فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهَا.

আবদুর রহমান ইবনে ওয়ালাহ আস-সাবায়ী থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মিসরের লোক। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কে আঙ্গুর নিংড়ানো রস (মদ)

সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে ইবনে আব্বাস রা. বললেন, এক ব্যক্তি রাসূল স. কে একদিন এক মশক মদ উপঢৌকন দিল। রাসূল স. তাকে বললেন, তুমি কি জানো, আল্লাহ তাআলা তা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির কানে কানে কি যেন বলল। রাসূল স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এর সাথে চুপি চুপি কি বলেছ? উত্তরে সে বলল, আমি তাকে এটা বিক্রি করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। তিনি (রাসূল) তখন বললেন, যে সত্তা মদপান হারাম করেছেন, তিনি তার ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, অতঃপর সে পাত্রের মুখবন্ধন খুলে দিল এবং এর ফলে ভিতরে যা কিছু ছিল তা গড়িয়ে পড়ে গেল (Muslim 2002, 3898)।

উমর রা. এর কাছে এ খবর পৌঁছায় যে, সামুরা মদের বেচাকেনা (বৈধ মনে) করে। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ সামুরাকে ধ্বংস করবেন। সে কি আল্লাহর রাসূল স. এর বাণী শ্রবণ করেনি যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ ইয়াহুদীদের অভিশপ্ত করেছেন কারণ তাদের ওপর চর্বি হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরও তারা তা সংগ্রহ করত ও বিক্রি করত।[১]

সুতরাং ইসলামী শরীয়াতের দ্বিতীয় উৎস-সুন্নাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ মোতাবেক মদের ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে হারাম। এমনকি কাউকে মদ্যপানে যে কোন ধরনের সহায়তা করা, মদ উৎপাদনের কারখানা বা বিপণন কেন্দ্রে চাকরি করা, মদ্যপায়ীদের সাথে উঠা-বসা, নিজের দোকানে, অফিসে বা ঘরে মদ রাখা কিংবা কোন উৎসব অনুষ্ঠানে, আদর-আপ্যায়নে তা পরিবেশন করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। আনাস রা. বলেন:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْخَمَرِ عَشَرَةً عَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَالْمَعْصُوْرَةِ لَهُ وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُوْلَةِ لَهُ وَبَائِعُهَا وَالْمَبْيُوْعَةِ لَهُ وَسَاقِيْهَا وَالْمُسْتَقَاةِ لَهُ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةِ مِنْ هٰذَا الضَّرَبِ .

রাসূল স. মদের সাথে সংশ্লিষ্ট দশ ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হচ্ছে– মদ্যপায়ী, উৎপাদনকারী, বাজারজাতকারী, বহনকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, মূল্য গ্রহণকারী, সেই মূল্য ভোগকারী, ক্রেতা ও যার জন্য তা ক্রয় করা হয় (Ibn Hambal, 1409H, 1710)।

এ হাদীসে মদ্যপায়ীর উপর রাসূল স.-এর লানত বর্ষণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মদ্যপায়ীর উপর আল্লাহ তাআলার লানতও বর্ষিত হয়।

---

১ بَلَغَ عُمَرَ : أَنَّ سَمُرَةَ بَاعَ خَمْرًا ، فَقَالَ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ ، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا " (Muslim 1409H, 2969)

এ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ স. বলেছেন:

لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةُ اِلَيْهِ

> আল্লাহ তাআলা অভিশাপ বর্ষণ করেছেন মদের উপর, মদ্যপায়ীর উপর, মদ পরিবেশনকারীর উপর, তা বিক্রয়কারী ও ক্রয়কারীর উপর, তা উৎপাদনকারীর উপর, তা যে উৎপাদন করায় তার উপর, তা বহনকারীর উপর এবং তা যার জন্যে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার উপর (Ibn Mājah, 2008, 3381)।

এমনকি ফকীহগণের মতে, মুসলিম দেশে অমুসলিমদের প্রকাশ্যে মদের ব্যবসায় অনুমতি দেয়া এবং এর সুযোগ প্রদান করাও জায়েয নেই।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান প্রতিরোধ নীতির কার্যকারিতা

বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, বিপণন, চোরাচালান ও ব্যবহার প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা কার্যকর ও ফলপ্রসূ নয়। বিধিবদ্ধ আইনে মাদকের প্রতিরোধ বিষয়ে বলা থাকলেও তা তত্ত্বগত ব্যাপার মাত্র। বাস্তবক্ষেত্রে এর প্রত্যাশিত প্রায়োগিক সুফল দেখা যায় না। ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক মাদকের অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ। মাদকাসক্তি সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণতো দূরের কথা বরং এর গতি কমানো যায়নি।

এর মূল কারণ হলো- ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা এবং নৈতিক মূল্যবোধের অভাব। মানুষের ধন-সম্পদ, বিদ্যা-ডিগ্রি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার তথা বৈষয়িক উন্নতি যতই বাড়ুক না কেন সবই বৃথা যদি তার মধ্যে নৈতিকতার বিকাশ না ঘটে। একমাত্র ধর্মই পারে মানুষকে অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে। আর ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষার অনিবার্য কুফল হিসেবেই সারাবিশ্বে ক্রমে নৈতিক অবক্ষয়ের বিষবাষ্প ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা দেখেছি, বিংশ শতাব্দীতে জড়বাদ, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের আদর্শে পরিচালিত ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন অপরাধমুক্ত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে মানুষের মনগড়া আইনের মাধ্যমে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে ও ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্বের এ ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অবক্ষয়ের মহাপ্লাবনের আসল কারণই হচ্ছে আল্লাহর আইনের প্রতি উপেক্ষা ও মহানবী স. গৃহীত পদ্ধতি বর্জন। মানুষের গড়া আইনের মাধ্যমে অপরাধ দমনের প্রচেষ্টা চালিয়ে অপরাধমুক্ত সমাজ গঠন সুদূরপরাহত। শত শত কোটি টাকা ব্যয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও ফলাফল হবে শূন্য।

মাদকাসক্তি নির্মূলে ইসলামী কৌশলপত্র ও এর কার্যকারিতা

মাদকাসক্তি নির্মূলে ইসলামের কর্মকৌশল নিঃসন্দেহে অনুপম ও অনন্য। আকণ্ঠ মাদকাসক্ত একটি জাতিকে ইসলাম অত্যন্ত সহজে মাদকমুক্ত জাতিতে পরিণত

করেছিল। কিন্তু কিভাবে? কি ছিল ইসলামে কর্মকৌশল? এক্ষেত্রে মূলত আল-কুরআন এবং মহানবী মুহাম্মদ স.-এর ভূমিকাই ছিল প্রধান।

ক. মাদকাসক্তি নির্মূলে আল-কুরআনের দর্শন

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন চারটি পর্যায়ে সময় নিয়ে মাদকাসক্তকে সংশোধনের অবকাশ দিয়ে মদ হারাম করেছেন। কারণ, আজীবনের অভ্যাস ত্যাগ করা, বিশেষত নেশাজনিত অভ্যাস হঠাৎ ত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বলে ইসলাম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রথমে মদের প্রতি ঘৃণার বীজ বপন করেছে। তারপর মদ্যপানকে শয়তানের কুৎসিত কাজ বলে আখ্যায়িত করে এ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারপরও যারা এহেন ঘৃণ্য কাজে জড়িত হবে তাদের ইহকালীন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মদ্যপান থেকে বিরত রাখার জন্য প্রথমত মানসিক ও নৈতিকভাবে সংস্কার সাধন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত কঠোর ভাষায় ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে।

খ. মহানবীর স. বৈপ্লবিক ভূমিকা

বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ স.-এর বহুমাত্রিক শিক্ষার অন্যতম বড় অবদান হচ্ছে; মদ, নেশা তথা মাদকাসক্তির ভয়াবহ অভিশাপ থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দান। পবিত্র কুরআনের চূড়ান্ত নির্দেশনা প্রাপ্তির পর তিনি সমাজকে মাদকের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মোকাবিলায় মহানবী স. মদ পরিহারের ঘোষণা দিয়ে বলেন:

لا تَشْرَبُ الْخَمْرَ، فَاِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ .

> মদ পান করো না, কেননা তা সকল পাপাচারের চাবিকাঠি (Ibn Mājah 2006,3371)।

اِجْتَنِبُوْا الْخَمْرَ، فَاِنَّهَا اُمُّ الْخَبَائِثِ.

> তোমরা মদ থেকে বেঁচে থাক (পরিহার কর) কেননা তা হচ্ছে সকল অশ্লীলতা বা অপকর্মের জননী (al-Nasāyī, N.D., 5566)।

তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে মদ্যপান ও মাদক সেবনের ভয়াবহতা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করেন। তিনি তাদের মন-মগজে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অনুভূতি জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রথমে প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা পেয়ে মাদক পরিহারের হুকুম জারি করেন যে, তোমরা মদ ফেলে দাও এবং এর পান পাত্রগুলো ভেঙ্গে ফেল। মুহূর্তেই মাদক উৎপাদন, বিপণন, সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। যে মানুষগুলো মদের প্রতি এতদিন মাত্রাতিরিক্ত আসক্ত ছিল, সেই মানুষগুলোই নবী করীম স.-এর একটি মাত্র নির্দেশেই তাদের চিরাচরিত অভ্যাসটাকে মুহূর্তেই এমনভাবে বদলে ফেলল যে, তারপর থেকে তারা মদের প্রতি ততটুকু ঘৃণা পোষণ করতে লাগলেন, যতটুকু পূর্বে তারা এর প্রতি আসক্ত ছিলেন।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, নবী করীম স. তৎকালীন আরবের ঘৃণে ধরা এমন একটা সমাজে রেনেসাঁর সৃষ্টি করেছিলেন, যে সমাজের মানুষগুলোর সর্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল War, Wine and women; যারা ছিল আত্মকেন্দ্রিক ও পৌত্তলিক; যারা অন্যায়, জুলুম ও ব্যভিচার করাকে বীরত্ব মনে করতো; যারা যে কোন আসরে সুরা পানকে আভিজাত্যের প্রতীক মনে করতো। সেই মানুষগুলোই নবী করীম স.-এর সংস্পর্শে এসে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেমন করে সম্ভব হলো এ মহাবিপ্লব? কিভাবে বা সম্পন্ন হল এ মহান ও অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি- যার নযীর মানবেতিহাসে বিরল? মহানবী স. এ অসম্ভবকে সম্ভব করতে যে সকল কর্মনীতি অনুসরণ করে সফলতা লাভ করেছেন তা হলো-

১. আরববাসীকে তাওহীদের পতাকার তলে নিয়ে আসেন;
২. ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করেন;
৩. নৈতিক মূল্যবোধ ও উত্তম চরিত্রসম্পন্ন একদল নিবেদিত কর্মী তৈরি করেন;
৪. পরকালে জবাবদিহিতার অনুভূতি জাগ্রত করেন; এবং
৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্য স্থির করেন।

মাদক নিয়ন্ত্রণে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব

ইসলামী আইন সর্বকালের এবং সর্বশ্রেণীর জন্য প্রযোজ্য ও কল্যাণকর। যারাই এই আইন প্রয়োগ করেছে তারাই এর সুফল পেয়েছে। কারণ এই আইনের উৎস স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

> হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করেন যা তোমাদের প্রাণ সঞ্চার করে, তখন তোমরা তার আহ্বানে সাড়া দিবে (Al-Qura'n: 8:24)।

আইন মেনে চলার দায়িত্ব মানুষের উপর বর্তায়। তাই ইসলাম মানুষকে আইন পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইসলাম মানবজাতিকে যুগপৎ পারলৌকিক কল্যাণ ও ইহলৌকিক কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ইসলামী আইনের মূলমন্ত্র। ইসলামী আইনে কোন অসামঞ্জস্য নেই। ইসলাম কোন কিছুর অস্তিত্বকে বৈধতা দিয়ে কোন জটিল আইন প্রণয়ন করে তা নির্মূল করতে চেষ্টা করে না। মাদকের ক্ষেত্রেও ইসলামী আইনের ভূমিকা অনুরূপ। যা খারাব তা কখনও কোন শ্রেণি বা ব্যক্তির জন্য অনুমোদনযোগ্য নয়, এমনকি লাইসেন্সের বলেও নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রবণতা একটি মনো-দৈহিক রোগ। এটি সর্বজন বিধিত যে, রোগের চিকিৎসার চেয়ে প্রতিষেধকই উত্তম। তাই ইসলামী সমাজ অপরাধ সংঘটনের পরেই কেবল তার প্রতিকারের পদক্ষেপ নেয় না, বরং অপরাধের সুযোগ

ও সম্ভাবনাকে আগেভাগেই বন্ধ করে দেয়। এই উদ্দেশ্যে মানুষের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে অপরাধের বিরুদ্ধে তাদেরকে সচেতন করে তোলে। ইসলাম পরিবার ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবার গঠনের পাশাপাশি পারিবারিক শিক্ষাকে ইসলাম বড় করে দেখে। পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা যুবসমাজকে মাদক গ্রহণে উৎসাহিত করে। তাই পরিবার যাদেরকে মাদক থেকে ফিরাতে পারেনি, রাষ্ট্রই তাদের প্রতিরোধের দায়িত্ব নেয়। অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস করাই ইসলামী আইন প্রয়োগের অন্যতম উদ্দেশ্য। কেননা ইসলামী আইনসমূহ পরস্পর আন্তসম্পর্কিত। ইসলাম এক সঙ্গে সকল আইন পালন করতে নির্দেশ দেয় ও খণ্ডিত জীবনাদর্শ বর্জন করতে বলে। তাই ইসলামী আইনের সামষ্টিক অনুসরণ রাষ্ট্রে অপরাধীর সংখ্যা ও মাত্রা দু'ই হ্রাস করে এবং সার্বিক সুফল বয়ে আনে।

মোটকথা, ইসলামী শরীয়াত মানুষের সংশোধনের জন্য শুধু আইনকেই পর্যাপ্ত মনে করেনি। বরং আইন প্রণয়নের পূর্বে তাদের মন-মস্তিষ্ককে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইবাদত-আরাধনা এবং পরকালের চিন্তা নামক পরশমণির পরশে মনোজগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। যার ফলে রাসূল স.-এর একটিমাত্র আহ্বানেই সাহাবীগণ স্বীয় জান-মাল, শান-শওকত সবকিছু বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। মক্কী জীবনে এই মানুষ তৈরির কাজই বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চলতে থাকে। এভাবে আত্মত্যাগীদের একটা বিরাট দল তৈরি হয়ে গেল; তারপর প্রবর্তন করা হলো আইন।

সুতরাং একমাত্র মহানবী স.-এর আনীত আদর্শ ইসলামই মানুষকে মাদকাসক্তির করালগ্রাস থেকে মুক্তি দিতে পারে, দিতে পারে মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের গ্যারান্টি।

করণীয়

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মাদকাসক্তি প্রতিরোধে করণীয় হলো–

ক. ব্যক্তিগত উদ্যোগ

১. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের অনুসারী হওয়া- যা আজ ইউরোপ ও আমেরিকার স্লোগান- Back to the Religion;
২. নিজের ইচ্ছাশক্তিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে নিজ উদ্যোগে নিজেকে রক্ষা করা;
৩. অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা ও জীবনবোধ জাগ্রত করা; এবং
৪. আত্মার পরিশুদ্ধতা অর্জন করা।

খ. পিতা-মাতার করণীয়

১. সন্তানের পরিচর্যা, লালন-পালন ও চরিত্র গঠনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা;

২. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে প্রদান করা- যাতে সন্তানেরা ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ এবং করণীয়-বর্জনীয় প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে;

৩. সন্তানকে স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত রাখা; ভালো কাজে উৎসাহ দান; সবার সামনে সমালোচনা, অপমান বা তিরস্কার না করা, তবে একান্তে মন্দ আচরণগুলো তুলে ধরা; তাদের দায়িত্বশীল করতে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে অভ্যস্ত করা। শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময়ে সময়ে সঙ্গ দেয়া, মাদকের ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে ধারণা দেয়া। প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র, প্রযুক্তি বা অসৎ চরিত্রের সহায়ক উপায়-উপকরণ প্রদান হিকমতের সাথে নিয়ন্ত্রণ করা এবং সন্তানের হেফাজতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করা।

গ. পরিবারের করণীয়

১. পরিবারে ধর্মীয় অনুশাসন পালন অপরিহার্য করা। ধর্মীয় অনুশাসনে বেড়ে উঠা সন্তানের অন্তর্নিহিত শক্তি হয় পরিশুদ্ধ। অন্যায়-পাপাচার, কাম-ক্রোধ-মোহ ও যাবতীয় লোভ-লালসা এবং অযাচিত চাওয়া-পাওয়া তাদের মনোবৃত্তিকে দুর্বল করতে পারেনা, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমাদের দেশের ধর্মানুরাগী শিক্ষার্থীরা। কোন ধর্মানুরাগী ছাত্র মাদকাসক্ত এমনটি কখনো শোনা যায়নি;

২. পারিবারিকভাবে আমাদের তরুণ-তরুণীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজ ও পরিবার মানবতার জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় হতে পারে না। তাই তাদের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা কোনক্রমেই পশুত্বের স্তরে নেমে যেতে পারি না;

৩. তরুণ-তরুণীদের ডিজে পার্টির নামে অবাধে হালের ফ্যাশন ইয়াবা, আইসপিল ও সীসার নেশায় মত্ত হয়ে অবাধ মেলামেশা এবং বিবাহ বহির্ভূত অবৈধ সম্পর্ক থেকে বিরত রাখতে হবে পারিবারিকভাবে;

৪. পরিবারে সুস্থ সংস্কৃতি ও বিনোদনের চর্চা করতে হবে।

ঘ. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব

১. শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করত ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে;

২. অপসংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধ করতে হবে;

৩. মাদকের উৎসগুলো বন্ধ করতে হবে;

৪. আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ করতে হবে;

৫. মাদক ব্যবসায়ীদের সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ক্ষমতাসীনদের সখ্য পরিহার করতে হবে;

৬. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে যুগোপযোগী ও গতিশীল করতে হবে;

৭. ব্যাপকভাবে জনসচেতনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে;

৮. বিশেষ মাদক আদালত স্থাপন করা যেতে পারে।

এছাড়াও মাদকমুক্ত পরিবার, সমাজ ও জাতি গঠনে শিক্ষক, ইমাম, আলেম-ওলামা, কবি-সাহিত্যিক-লেখক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও সমাজ বিজ্ঞানীদের এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মিলে মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ধর্মচর্চা, সামাজিক আন্দোলন, গণসচেতনতা ও সক্রিয় প্রতিরোধের মাধ্যমে মাদকাসক্তির মতো জঘন্য সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করা সম্ভব।

উপসংহার

বাংলাদেশে মাদকাসক্তির ক্রমবিস্তার তারুণ্য, মেধা, বিবেক-বুদ্ধি, মনুষ্যত্ব, দৈহিক ও মানসিক শক্তি সবকিছু ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিনষ্ট করে দিচ্ছে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও পারিবারিক বন্ধন। বিঘ্নিত হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন। ইসলাম মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মাদকদ্রব্যের ব্যবহার চিরতরে হারাম ঘোষণা করে ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছে। কেউ এটা জেনেও যদি মদপানের মতো জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়, তাহলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। তবে ইসলামে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তা সংঘটিত হতে না দেয়ার উপর বা তার ক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে দেয়ার উপর। এক্ষেত্রে ইসলাম যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত চরিত্রগঠন কর্মসূচি মুখ্য। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ন্যূনতম ধর্মীয় মূল্যবোধটুকু বিদ্যমান থাকে তাহলে সে মাদকাসক্ত হতে পারে না। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি, জাতীয় ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যাপকভিত্তিক প্রচারণা এবং সমন্বিত উদ্যোগ ও সামাজিক প্রতিরোধ কর্মসূচির মাধ্যমে মাদকাসক্তি প্রতিরোধ করতে হবে। না হলে অচিরেই বাংলাদেশ একটি অকর্মন্য জাতিতে পরিণত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

Al-Qura'n: 5:90-91; 8:24; 17:26.

Ajam, G. 1995. *Impact of Drug Addiction on Families in Rajshahi city*. IBS, Rajshahi University.

Al-Gazzalī, Hujjatul Islām Imām Abū Hamīd Muhammad. N.D., *Mukāsafatūl Qulub*, vol.2. Dhaka: Darul Iftah Prokasoni.

Amader Somoy. Jun.26. 2015.

Amin, Dr. Muhammad Ruhul and Khan, Muhammad Abu Jafor. 2001. "Bangladesher Prekhapote Madokdrobbo o madokasokti somossa: Islami Dristivongi" *Islamic Foundation Potrika* 40:04.

Annual Drug Report of Bangladesh 2011; *2012; 2013*. Ministry of Home Affairs.

Bangladesh Protidin, May 13, 2015; May 14, 2015; May 15, 2015; May 17, 2015; Jul.1, 2015; Jan.31, 2015; Mar.14, 2015; Sep.20,2014; Nov.2, 2014;

al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il. 2008. *al-Jāmi' al-Sahīh.* Riyadh: Dār al-Salām.

chein, Isido. 1964. *The Road to Hearin*. New York: N.P

Chowdhury, Aurup Roton. 2013. "Madoker Nesa Theke Dure Thakun" *Prothom Alo, June 26.*

Chowdhury, Odhapok Dr. Aurup Roton. 2008. *Madok o Madokasokti*. Dhaka: Rup Prokason.

Haque, A.K. Nazibul. 1989. *Mon o Monobiggan*. Dhaka: N.P.

Haque, M. Imdadul. 1992. "Madokasokti Somossar Jatio o Antorjatik Poriprekhit: akti Somajtattik Bisleson" *Madokdrobbo Niantron Buletin*-5, Dhaka: Madok Drobbo Niantron Audidoptor.

Heller, T. G. 1987. *Drug use and Misuse*. Newyok: John wiley and sons Ltd.

Hossain, Md. Faruq. 1997. *Dhaka Sohorer Madokasoktoder Oporadh Probonota: akti Somikha*, Dhaka University: Somajkollan o Gobesona Institute.

Muslim, Imam Abul Hasan Muslim Ibn Hajjāj. 2002. *al-Musnad al-Sahīh.* Dhaka: Bangladesh Islamic Centre.

Ibn Hambal, Imam Ahmad. 1409 H. *Al-Musnad.* Beirut: Dar al-Ma`rif.

Ibn Majāh, Imam. 2006. *Sunan Ibn Majāh.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

IPGMR, Dept. of Psychiatry. 1991. *Report on the study of Drug Abuse Among the students in Dhaka city : Prevalance and Related Factors*, Dhaka.

Ittefaq, Jun.26, 2015; May 5, 2015; Aug.2, 2015; Nov.9,2014; Aug.12, 2015;

Jugantor, Apr.15, 2015.

Kaler Kontho, Jun.27, 2015.

Mannan, Bashir and Hasan, Mostofa. 1994. *Bangladeshe Madokasokti Niramoye Poriber o Cikithsa Prothistaner Bomika- akti Sotontro Mollayon.* Dhaka: N.P.

Merton and Nisbet, Robert K. and Robert (eds). 1971. *Contemporary social problems*. New York: N.P.

Mian, Md. Abdul Halim. N.D. *Snatok Somajkollan Porikroma*. Dhaka: N.P.

Mortuza, Golam.2013. *"Yaba Protirodhe Karzokor uddug nai" Prothom Alo, August 19.*

al-Nasāyī, Imam. 2008. *As-Sunan*. Riad: Dar al-Salam.

Nayadiganta, Dec.20, 2014; Jun.23, 2015

Prothom Alo, Jun. 29, 2015; Dec.9, 2014; Jun.26, 2013; Dec.9, 2014.

Rahim, Muhammad Abdur. 2007. *Oporadh Protirodhe Islam.* Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Rahman, A. 1991. *Drug Addiction– A pilot study in Dhaka city*. N.P.

Shafi, Hazrat Maolana Mufti Muhammad. N.D., Tafsir Ma`reful Quran, Translated by Maolana Mohiuddin Khan. Doner: Saudi Gov.

Sarker, Abdul Hakim and Hossain, Md. Faruk.1999. *" Bangladeshe madokasokti somossa: Samprotik Goti-prokriti"* Dhaka University Potrika 65, 205-220.

Somokal, Jun.26, 2015; Jun.26, 2013; Jun.26, 2012;

Taleb, Md. Abu. 2000. *Yaba: Poriciti o Porinoti*. Dhaka: N.P.

Tirmidī, Imam. 2008. *As-Sunan*. Riyadh: Dār al-Salām.